তারিখ ... 24 SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

দৈনিক বাংলা

34

প্রযুক্তি শিক্ষা ঃ সার্ক দেশের সহযোগিতা চাই ঃ কাজী জাফর

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ সাতটি সার্ক দেশের শিক্ষার্থীদের মিলিত কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার

(৬-এর পৃঃ দ্রঃ)

কাজী জাফর (প্রথম পৃঃ পর)

ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাসসর এ খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী রোববার ঢাকায় আন্তর্জাতিব সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্ক কারিগরি কমিটির তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় অধিবেশন উদ্বোধন করছিলেন।

তিনি বলেন, সমাজ পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়ায় শিক্ষার পুরনো ধ্যান-ধারনার আমূল রূপান্তর সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা অসংখ্য চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৃহত্তর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সেগুলোয় সাড়া দেয়া দরকার বলে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যকরেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে প্রেসিডেন্টের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনসুর আলী সরকার, শিক্ষা সচিব ও অধিবেশনের চেয়ারম্যান এ এন এম ইউসুফ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামিল চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) কারিগরি কমিটির এ অধিবেশনে স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশ এবং ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার প্রতিনিধিরা যোগদান করছেন। অধিবেশনকে ১২টি কারিগরি বৈঠকে ভাগ করা হয়েছে।

কাজী জাফর বলেন, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বে সরকার বাংলাদেশে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার আগামী পাঁচ বছরে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশে করার একটি জরুরী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের পক্ষে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, এই জরুরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার সর্বশেষ ১৯৯১ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ৪,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ উদ্দেশে চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের বাইরে ১০০ কোটি টাকার একটি থোক অনুদান বরাদ্দ করেছেন।

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকার পৌর সভা বহির্ভূত এলাকা ও পশ্চাদপদ পার্বত্য এলাকাসমূহে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছেন।

কাজী জাফর বলেন, পৌর এলাকার বাইরে মেয়েদের মধ্যে এই অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন বিশেষ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে ধারণা থেকেই সার্ক ১৯৯০ সালকে কন্যা সন্তান বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

তিনি বলেন দেশে পরিবার ছোট রাখতে উৎসাহিত করার জন্য সরকার এক কন্যা সন্তানের পরিবারকে সন্তানের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা লাভের বিশেষ সুবিধা প্রদানকে একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কাজী জাফর আহমদ সার্ক দেশগুলির প্রতি নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য একটি অভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের আহবান জানান। তিনি বলেন, নিরক্ষরতা মানুষের সুপ্ত মেধার পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এর দরুন মানুষ মানুষ হিসাবে তার পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এটি একটি বিশ্বজনীন অভিশাপ। উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের বেশীরভাগ দেশের প্রায় ৯০ কোটি নারী পুরুষ এই অভিশাপগ্রস্ত।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ দৃঢ়ভাবেই মনে করেন, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সমাজ থেকে অবশ্যই নিরক্ষরতার অভিশাপ মুছে ফেলতে হবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা এই দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যাপ্ত প্রমাণ।

তিনি সার্ক দেশগুলির প্রতি তাদের সীমিত সম্পদসমূহকে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত করার আহবান জানান। যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অভিন্ন কল্যাণের জন্য তারা পরস্পরের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, এ অধিবেশন শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের একটি কাঠামো প্রণয়নে সক্ষম হবে। যাতে মানুষ হিসাবে আমাদের সন্তান সন্ততিদের অধিকার প্রয়োগের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।